প্র. ভারতবর্ষে সংঘটিত নারী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উ: **ভূমিকা :-**

বিশ শতক পর্যন্ত রাজনীতির মূলস্রোতে ক্ষমতার নিরিখে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির যেসব আন্দোলন দেখা যায়, নারী আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। কেবলমাত্র নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি-আদায়ের প্রচেষ্টা নয়, বরং তা বৃহত্তর অর্থে মানবাধিকার ও পুরুষের সাথে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই নারী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের নারী আন্দোলন প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তী এই দুইভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল—

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতে নারী আন্দোলন :-

ভারতে নারী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট এবং দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের পর্বে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু-বিবাহ রোধ প্রভৃতি সমকালীন দেশের নারী জাতির অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই সময় নারীদের মধ্য থেকে সেরকম ভাবে নিজেদের আন্দোলন করে অবস্থার পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা সেরকম দেখা যায়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল নারী আন্দোলনের সূচনা পর্ব। এই সময় সরোজনলিনী দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরাণী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ শিক্ষিত হয়ে সরব লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। সরোজনলিনীর উদ্যোগে 1913 খ্রিঃ প্রথম মহিলা

Scanned with CamScanner

সমিতি গড়ে ওঠে, যার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলা। সরলা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করেন, 1910 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল গঠন করেন যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার।

▨ সরোজিনী নাইডু যিনি 1917 খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠনের যুক্ত ছিলেন তিনি 1918 খ্রিঃ কংগ্রেসের অধিবেশনে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো সওয়াল করেন. এক্ষেত্রে তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন হীরাবাই টাটা ও অ্যানি বেসান্তকে, যদিও এইসময় নারীদের ভোটাধিকার অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

▨ পরবর্তীতে গান্ধীজী নারীদের ভোটাধিকার পুরোপুরি সমর্থন না করলেও বিভিন্ন গণ আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার দিয়েছিলেন, তবে মহিলাদের দাবি মেনে না থাকায় ভারতে প্রাদেশিক আইনসভায় তথা বোম্বাই ও মাদ্রাজে 1921 খ্রিঃ মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন মহিলাদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি থাকায়, ফলে 1935 ভারত শাসন আইনে, নারী ও পুরুষের ভোটাধিকার করা হয় 1:5।

▨ এছাড়া মহিলাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেমন ~~কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলী~~ কাদম্বিনী ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তেমনি গুপ্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নামও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন তথা মহিলাদের প্রতি ন্যায়-বিচারের জন্য তারিলা আন্দোলন যেখানে মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য।

Scanned with CamScanner

[14] স্বাধীনতার পর ভারতে বিভিন্ন নারী আন্দোলন ঃ-

স্বাধীনতার পর ভারতে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার গুলি স্বীকৃতি পেয়েছে, তবুও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে— রাজনীতি, অর্থনীতি বা সাধারণ কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল না, তাই এই সময় 1960 এর দশকে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রচেষ্টা ছিল কর্মরত মহিলাদের সমস্যার সমাধান, তাদের জন্য শিশুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

বিংশশতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে ও সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কিছু আন্দোলন দেখা যায়, যেগুলিকে প্রকৃত অর্থে নারী আন্দোলন বলা না গেলেও মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। 1972-75 খ্রিঃ মহারাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে হাজার হাজার গৃহবধূ যোগদান করে।

1972 সালে মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় উপজাতি রমণীদের মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়, বউপেটানোর মূল কারণ হিসেবে তারা মদ্যপানকে চিহ্নিত করে। এই আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে গান্ধীবাদী সর্বোদয় কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

1974 খ্রীঃ চিপকো আন্দোলনও নারী আন্দোলনের আর একটি বড় উদাহরণ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মহিলারা বনাঞ্চল সংরক্ষণের ব্যাপারে সংগঠিত ভাবে এগিয়ে আসে।

পণপ্রথা ও পণমৃত্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগ্রাম যথেষ্ট আকার ধারণ করেছে। 1979 সাল থেকে পণ প্রথার সম্পর্কিত নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়, জনবাদী মহিলা সমিতি, সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠন এক্ষেত্রে আন্দোলনের জন্য উল্লেখযোগ্য

প্রেমিকের পালন করে, তারপর 1961 সালের পণপ্রথা বিরোধী আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করে। শেষপর্যন্ত আন্দোলনের ফলে 1984 সালে আগের আইন সংশোধন হয়ে নতুন আইন প্রণীত হয়। এছাড়াও 1984 সালে ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লীক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির জন্য ন্যায় বিচারের জন্য মহিলারা আন্দোলন সংঘটিত করে।

নারী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ঃ

সামগ্রিক বিচারে নারী আন্দোলন অতিমাত্রায় জটিল প্রকৃতির। অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মত নারী আন্দোলনও প্রকৃতিগত বিচারে সমরূপ বা একজাতীয় প্রকৃতির নয়। এই আন্দোলন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রক্রিয়াযুক্ত ও বহুস্তরবিশিষ্ট। নারী আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটেছে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। এই সমস্ত সংগঠনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। মহিলা সংগঠনসমূহের মতাদর্শ ও কর্মপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার ঃ

সীমাবদ্ধতা থাকলেও নারী আন্দোলনের ফলে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণতা পেয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অধিকারগুলি স্বীকৃতি পেলেও বর্তমানে কিছু ঘটনা নারী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে আঘাত করেছে। নারী অধিকার লিখিতভাবে স্বীকৃতি পেলেও অনেক ক্ষেত্রে তার অবমাননা নিত্য ঘটনার রূপে দাঁড়িয়েছে। এগুলির অবসানের জন্য জনগণের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

Scanned with CamScanner